যুগান্তর

তারিখ ... 21 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবুন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান প্রায় ১০ মাস ধরে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) নিয়ে গবেষণা চালানোর পর বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শীর্ষক এ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য দেশের ১৫০টি উপজেলা ও পৌরসভার ৫৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষকরা পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিবেদনে পিইসি পরীক্ষা সম্পর্কে যেসব অনিয়মের তথ্য উঠে এসেছে, তাতে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটে থাকলে তা উদ্বেগের বিষয়। জরিপে দেখা গেছে, সমাপনী পরীক্ষায় অন্তত ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে। পরিদর্শকরাও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তারা এসএমএসের মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে তা বলে দিয়ে কিংবা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন, পিইসি পরীক্ষা নিয়ে তিনি খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছেন। তবে নকলের ভয়ে পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে তিনি নন— এ অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পর পিইসি বাতিল করা সম্ভব।

জাতির উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি সঠিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে, তাদের জীবন হয়েছে তত উন্নত। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। অথচ আমরা ভুলপথে হেঁটে সময়ক্ষেপণ করছি, যা মোটেই কাম্য নয়। গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নকলের পাশাপাশি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রায় ২২ দশমিক ৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কোচিং বাবদ আলাদা ফি নেন। সন্দেহ নেই, এর ফলে অভিভাবকদের বাড়তি আর্থিক চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এর বাইরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ করছেন, যা সমাপনী পরীক্ষা থেকে উদ্ভূত। শিক্ষাক্রমের অতিরিক্ত চাহিদা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং ও প্রাইভেট পড়ার আধিক্য, নানা ধরনের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এবং সন্তানের ফলাফল নিয়ে মা-বাবার অতিরিক্ত প্রত্যাশাই এ চাপ বাড়ার অন্যতম কারণ। গণসাক্ষরতা অভিযানের গবেষণা প্রতিবেদনে এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে সমাপনী পরীক্ষাকে জাতীয় পর্যায়ের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে পরিচালনা অর্থাৎ এটিকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। পরামর্শটি সরকার খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে, এটাই কাম্য।